মেদিনীপুর জেলার কৃষি জীবন ও লোকসাহিত্য

ড. সুবিকাশ জানা

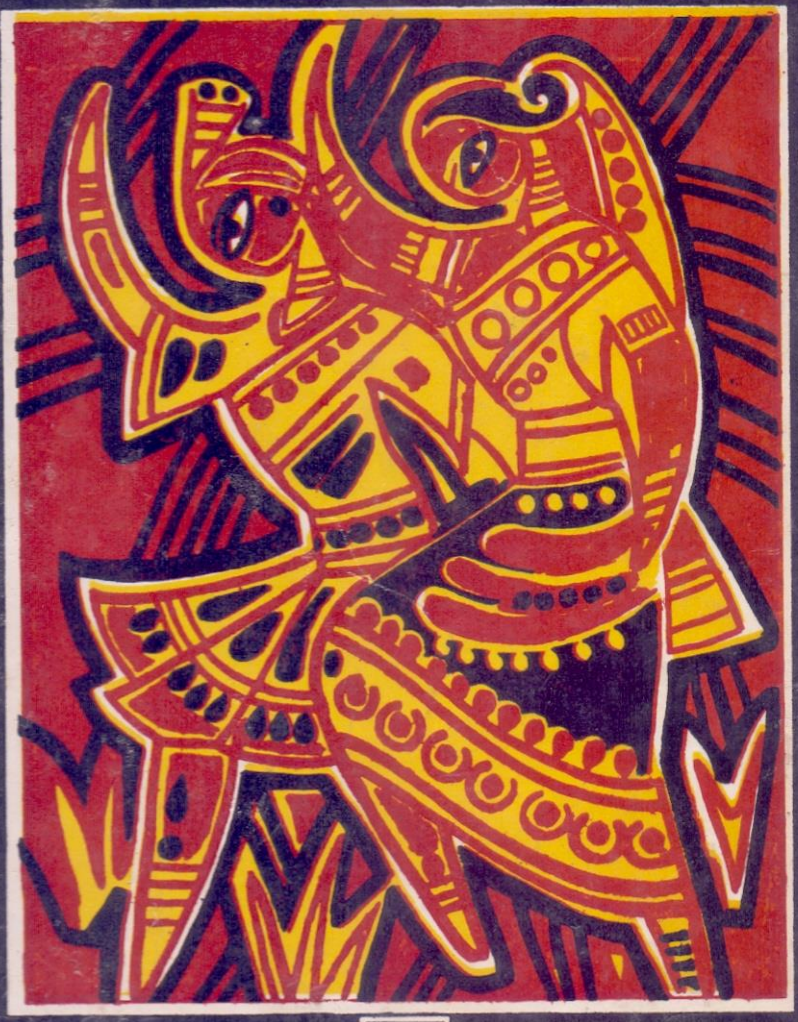

শিলালিপি

মেদিনীপুর জেলার কৃষিজীবন ও লোকসাহিত্য

ড০ সুবিকাশ জানা
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, হিজলী কলেজ, খড়গপুর

শি লা লি পি
পাবলিশার্স অব্ ডিস্‌টিংশন
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
কোলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
অরুণকান্তি ঘোষ
শিলালিপি
৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
কোলকাতা-৭০০ ০০৯

Medinipur Jelar Krishijiban -o- Loksahitya
(Agricultural life and Folk literature of Midnapur District)
by Dr. Subikash Jana M.A., Phd.

প্রথম প্রকাশ—মার্চ, ২০০৩

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র (Rs. 100.00)

অক্ষর বিন্যাস ঃ
প্রিন্টিং পাবলিসিটি
কোলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রন ঃ
ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়াকস্
১১এ, গড়পাড় রোড
কলকাতা-৬

সূচিপত্র

		বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ঃ	মেদিনীপুর জেলার কৃষিজীবন ও লোকসাহিত্য	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	কৃষিজীবন	৩২
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	বর্ষানুক্রমে কৃষি অনুষ্ঠানের বিস্তৃত পরিচয়	৪৪
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	জীবন ছন্দ	৮৮
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	কৃষিজীবন ভিত্তিক লোকসাহিত্য প্রবাদ-প্রবচন ও নীতিবাক্য	১৫৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	কৃষিজীবন ভিত্তিক লোকসাহিত্য হেঁয়ালী ও ধাঁধা	১৯২
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	কৃষিজীবন ভিত্তিক লোকসাহিত্য ছড়া	২২৫
অষ্টম অধ্যায়	ঃ	কুটীর শিল্প ভিত্তিক লোকসাহিত্য	২২৯
নবম অধ্যায়	ঃ	ভাষা পরিচয়	২৩৪
পরিশিষ্ট	ঃ		২৬৬
গ্রন্থপঞ্জী	ঃ		২৭২

লেখকের নিবেদন

১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্যের একজন গবেষক হিসেবে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসাহিত্যের নানা উপাদান সংগ্রহের জন্যে যাই। প্রায় তিন বৎসর ধরে নানা তথ্য সংগ্রহ করি। ঐ সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত নানা লোকনাট্যের পরিচয় পাই। বিভিন্ন লোকনাট্যগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশনার জন্যে উক্ত তিন বৎসর ধরে সংগৃহীত লোক সাহিত্যিক উপাদান গুলি প্রকাশে বিলম্ব হলো।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরে বাংলা লোক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের বিষয়টি পাঠ্যসূচীতে অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছে। খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কোন পুস্তক নেই। আশাকরি 'মেদিনপুর জেলার কৃষিজীবন ও লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি স্থাতক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক (Practical)খাতা তৈরীতে এবং লোক সাহিত্যিক নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবে।

তবে গ্রন্থটি শুধুমাত্র কলেজ পাঠ্য হিসেবে দেখলে চলবেনা। বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন ভাবে গ্রন্থটির মূল্য নির্ধারিত হলে, আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল থেকে যেতে পারে। এ বিষয়ে পাঠক পাঠিকাদের সহযোগিতা কামনা করি।

এই গ্রন্থ প্রকাশনার জন্যে যাঁদের কাছে ঋণী তাঁরা হলেন, ভানুচরণ দাস, ভবতোষ শথপতি, বিজয় মাহাতো, ইন্দ্রানী মাহাত, খাঁদারাম মুর্মু, কালীরঞ্জন মাহাত, তপন দাস, শান্তিলতা মাহাত, ননীবালা মাইতি, কৃষ্ণা ত্রিপাঠী, হেমন্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ দাস অধিকারী, শ্রীপতি ত্রিপাঠী এবং আমার ছাত্র শ্রীমান্ অরিন্দম রায় ও শ্রীমান্ বিশ্বরঞ্জন খাটুয়া এবং ছাত্রী পম্পা দাস।

সর্বোপরি শিলালিপি প্রকাশনার সত্ত্বাধিকারী শ্রী অরুণকান্তি ঘোষের উৎসাহ ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। ইতি

তাং-২৬.১.২০০৩
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ
হিজলী কলেজ
খড়্গপুর-৬

বিনীত
সুবিকাশ জানা

প্রথম অধ্যায়

মেদিনীপুর জেলার কৃষিজীবন ও লোকসাহিত্য

অভাবই ভাবের আদিম উৎস। মানুষের মন ভাবের দিক থেকে বর্তমান যে পরিমাণ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তার প্রধান কারণ অভাববোধ। যেমন করে আদিম কালে মানুষ খাদ্যদ্রব্যের ও নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবহেতু অচেতন ও সচেতনভাবে নানা উপায় উদ্ভাবন করেছে, ঠিক তেমন করে প্রকৃতিকে ও নিজেকে দেখে নানা প্রশ্নের অবতারণা করে, তার উত্তরের অভাবহেতু উত্তর বের করার চেষ্টা নিত্য করে চলেছে। প্রকৃতির সৃষ্টি কি করে হল? প্রকৃতির এত রূপ কে সৃষ্টি করল? মানুষ কোথা থেকে, কি ভাবে এল? কেন মানুষের মৃত্যু হয়? আমি কে? কোথা থেকে এলাম? কোথায় যাব? কে আমাদের সৃষ্টি করেছে? ... ইত্যাদি হাজার হাজার প্রশ্ন মানুষের মনে জেগেছে। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে এবং এর ফলেই মানুষ নিজেকে নানা ভাবে বিকশিত করেছে।

গাছে ফুল ফোটে। আকাশে পাখি ওড়ে। এইরূপ নানা দৃশ্য দেখে মানুষ নিজেকে সাজাবার জন্য খোঁপায় ফুল গুঁজেছে, নানা ধরনের আকাশযান সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ নিজেকে সুন্দরের অভাব বোধ ও আকাশে উড়তে না পারার অভাবহেতু মানুষ কৌশল-গুলো আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছে ও সফল হয়েছে। এখনো মনের নানা প্রশ্নের উত্তরের অভাবহেতু, উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে চলেছে। মানুষের মন যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষের অভাববোধ থাকবে। এবং এই অভাববোধ হেতু, নানান বিষয়ের সৃষ্টি হবে।

বিশ্বের অন্যান্য মানুষের মতো, ভারতবর্ষের মেদিনীপুর জেলার মানুষও, প্রাচীন কাল থেকেই নিজেদেরকে নানাভাবে বিবর্তিত করেছে (গুহাবাসী থেকে কুটীরবাসী, গ্রাম-বাসী থেকে নগরবাসী ইত্যাদিতে)। বাংলার জলবায়ুতে লালিত-পালিত বর্ধিত হয়ে, আলোচ্য অঞ্চলের মানুষ অবচেতন ও চেতন মনের সহায়তায়, নানা ছড়া-গান-প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে। যেগুলোকে আধুনিক ভাষায় লোকসাহিত্য বলা হয়েছে। এই সমস্ত লোকসাহিত্যের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কতকগুলি বিষয়ের আলোচনার দাবী রাখে। বিষয়গুলি হল—(ক) মেদিনীপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান, (খ) আলোচ্য জেলার প্রাচীনত্ব এবং (গ) আলোচ্য জেলার প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়।

(ক) ভৌগোলিক অবস্থান ঃ আলোচ্য মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে হুগলী নদী ও হাওড়া জেলা, উত্তর-পূর্বে হুগলী জেলা, উত্তরে বাঁকুড়া জেলা, উত্তর-পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা, পশ্চিমে বিহার (অধুনা ঝাড়খণ্ড) রাজ্য এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িষ্যা রাজ্য অবস্থিত। রাজ্যশাসন ও রাজস্ব সম্পর্কীয় নানাপ্রকার কাজের সুবিধের জন্যে, এই জেলাকে 'পূর্ব-মেদিনীপুর' ও 'পশ্চিম মেদিনীপুর' নামে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে (২০০২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হতে)। এর কিছু পূর্বে ও ২০০২ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে তমলুক মহকুমাকে বিভক্ত করে হলদিয়া এবং কাঁথি মহকুমাকে বিভক্ত করে